পিতা জান্নাতের মাঝখানে দরজা স্বরূপ

26-September-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ.وَطَهَارَةُ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الصَّدْأِ.اَلصَّلَاةُ عَلَيَّ অর্থাৎ প্রতিটি জিনিষের জন্য পবিত্রতা ও গোসল রয়েছে এবং মুমিনের অন্তরের মরিচার পরিছন্নতা হলো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। **(আল কওলুল বদী, বাবুস সানি ফি সাওয়াবিস সালাতি ওয়াস সালাম আলা রাসূলিল্লাহ, ২৮১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা

বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✲ تُوْبُوْا اِلَی اللهِ! ,اُذْکُرُوا اللهَ! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতার সেবা করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং রাব্বে করীমের সন্তুষ্টি অর্জনের মহান মাধ্যম। পিতার সেবা করার ফল স্বরূপ **আল্লাহ পাক** সন্তানকে কিরূপ নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেন। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করুন।

পিতার সেবা করার উপহার

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “**আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ**” ৪র্থ খন্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: এক ব্যক্তির চার সন্তান ছিলো, সে অসুস্থ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে একজন বললো: “হয়তো তোমরা তিনজন পিতা মহোদয়ের সেবা করো এবং তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নিজেদের জন্য কিছুই নিওনা অথবা আমি তাঁর সেবা করছি এবং তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কিছুই নিবো।” তারা তিনজন বললো: “তুমি অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সেবা করো এবং পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কিছুই নিওনা।” সুতরাং সে পিতা মহোদয়ের সেবা করতে থাকলো এক পর্যায়ে পিতা মহোদয়ের ইন্তিকাল হয়ে গেলো, অতঃএর সে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কিছুই নিলো না। এক রাতে সে স্বপ্নে কোন ঘোষককে এটা বলতে শুনলো: “অমুক জায়গায় যাও এবং সেখান থেকে ১০০ দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণের মুদ্রা) নিয়ে নাও।” ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো: “এতে কি বরকত রয়েছে?” উত্তর এলো: “না।” সকালে সে স্বপ্নের কথা তার স্ত্রীকে বললো, স্ত্রী বললো: “তুমি সেই দিনারগুলো নিয়ে নাও, এর বরকত হলো

যে, আমরা তা দিয়ে কাপড় বানাতে পারবো এবং জীবন অতিবাহিত করতে পারবো।" ছেলেটি তা অস্বীকার করে দিলো। পরের রাতে আবারো সে স্বপ্নে কাউকে বলতে শুনলো: "অমুক জায়গায় যাও এবং সেখান থেকে ১০ দিনার নিয়ে নাও।" সে জিজ্ঞাসা করলো: তাতে কি বরকত রয়েছে?" উত্তর এলো: "না।" সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নে কথা বললো, তখন স্ত্রী পূর্বের ন্যায় বললো, কিন্তু সে আবারো নিতে অস্বীকার করে দিলো। তৃতীয় রাতে সে স্বপ্নে শুনলো: "অমুক জায়গায় যাও এবং এক দিনার নিয়ে নাও।" সে জিজ্ঞাসা করলো: "এতে কি বরকত রয়েছে?" উত্তর এলো: "হ্যাঁ।" সুতরাং ছেলেটি গেলো এবং দিনার নিয়ে বাজারে গেলো, এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো যে দু'টি মাছ নিয়ে যাচ্ছিলো, ছেলেটি বললো: "এর দাম কত?" সে উত্তরে বললো: "এক দিনার।" ছেলেটি এক দিনারের বিনিময়ে মাছ দু'টি কিনে নিলো এবং চলে গেলো। বাড়িতে এসে মাছের পেট যখন কাটলো তখন তা থেকে এমন একটি মুক্তা বের হলো, যার তুলনা লোকেরা কখনোই দেখেনি। অপরদিকে বাদশাহ এক লোককে এমনি একটি মুক্তার সন্ধান এবং কিনার জন্য পাঠিয়েছিলো, তখন সেই মুক্তা এই ছেলের নিকট পেলো, সুতরাং সে সেই মুক্তা স্বর্ণ বোঝাই ত্রিশটি খচ্চরের বিনিময়ে দিলো। যখন বাদশাহ মুক্তাটি দেখলো তখন বললো: "এর উপকারীতা তখনই পাওয়া যাবে যখন এর ন্যায় আরো একটি থাকবে।" সুতরাং বাদশাহ খাদেমদের বললো: এর ন্যায় আরেকটির সন্ধান করো, যদিও দাম দিগুণ দিতে হয়। অতএব তারা ঐ ছেলেটির নিকট এলো এবং বললো: "যেই মুক্তা আমরা তোমার থেকে কিনেছিলাম, তার মতো আরো থাকলে আমাদের দাও, মূল্য দিগুণ দিবো। ছেলেটি বললো: "আসলেই কি এত দিবে?" তারা বললো: "হ্যাঁ।" সুতরাং ছেলেটি দ্বিতীয় মুক্তাটি দিগুণ দামে (অর্থাৎ স্বর্ণ বোঝাই ৬০টি খচ্চরের বিনিময়ে) বিক্রি করে দিলো। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৪/১৪)

আল্লাহ পাক তাঁর দয়া এবং **তাঁর** অনুগ্রহে আপন বান্দাদের কর্মসিদ্ধি করেন। আসুন! এসম্পর্কে একটি আয়াতে মুবারাকা শ্রবণ করি।

২২তম পারা সূরা আহযাবের ৪৮ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۴۸﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন আর **আল্লাহ** যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: যারা দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে **আল্লাহ পাকের** উপর ভরষা রাখে তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য যথেষ্ট। **(রুহুল বয়ান, আহযাব, ৪৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৯৯-২০০। জালালাইন মাআ সাভী, আল আহযাব, ৪৮ নং আয়াতের পাটিকা, ৫/১৬৪৫-১৬৪৬)**

জানা গেলো! **আল্লাহ পাকের** উপর ভরষা করা মহৎ কাজ, সুতরাং ইসলামী বোনদের উচিৎ যে, তারা যেনো উপায় অবলম্বন করে কিন্তু **আল্লাহ পাকের** স্বত্ত্বার প্রতি পরিপূর্ণ ভরষা রাখে এবং নিজের কাজকর্ম **তাঁর** উপর সমর্পন করে দেয়।

سُبْحٰنَ اللّٰہ! উৎসর্গিত হয়ে যান! সেই সৌভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান সন্তানের বিজ্ঞতার উপর! নিশ্চয় যদি সে চাইতো তবে নিজের অপরাপর অযোগ্য ভাইদের ন্যায় নিজের অংশের সম্পদ নিয়ে পিতা মহোদয়ের স্নেহ এবং সেবার বিনিময়ে পাওয়া অনেব বড় সাওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নিতে পারতো, কিন্তু সে সৌভাগ্যবান ধৈর্য্যশীল, বিশ্বস্ত, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান সন্তান ছিলো, অস্থায়ী দুনিয়াবী ধন ও সম্পদের কারণে পিতার দয়া সমূহের কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তি ছিলো না, সে জানতো যে, পিতার সেবা করাতে **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, হ্যাঁ! হ্যাঁ! ইনিই সেই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, যার সেবা সন্তানকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয়। সে এটাও জানতো যে, সম্পদ আসা যাওয়ার জিনিষ বরং হাতের ময়লা, সম্পদ চলে গেলে যাক কিন্তু পিতার সেবার করার সৌভাগ্য হাত থেকে যেনো কোনভাবেই না যায়, সুতরাং এই বিশ্বস্ত সন্তান অস্থায়ী ধন-সম্পদ ছেড়ে দিয়ে নিজের অসুস্ত পিতার সহায় হওয়াকে প্রাধান্য দিলো আর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তার সেবা করাতে মনোনিবেশ করলো, এপর্যায়ে তার পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলো, **আল্লাহ পাকের** এই উপযুক্ত সন্তানের নিজের পিতার সেবা করার আমলটি এতই পছন্দ হলো যে, তিনি সেই বুদ্ধিমান সন্তানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে দুনিয়াতেই আপন নেয়ামতের বর্ষন করে দিলেন। **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক মুসলমানকে আপন পিতার অনুগত বানাক এবং তাদের সেবা করতে থাকার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সন্তানের উপর পিতার এতই দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে যে, যদি সন্তানে একটি নয় কয়েকটি জীবনও অর্জিত হয়ে যায় তবুও

সে নিজের পিতার ঋণ শোধ করতে পারবে না, কেননা **"পিতা"** হলো কুদরতের একটি অমূল্য উপহার, পিতার হক থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, পিতা হলো সেই ব্যক্তিত্ব যে কোন উদ্দেশ্য এবং বিনিময়ের লোভ ছাড়াই নিজের সন্তানদের প্রতি দয়া করে থাকে, তাদের জন্য সকাল সকাল কাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং গরম হোক বা শীত, প্রখর রোদ হোক বা তুমুল বৃষ্টি, সুস্থ্য হোক বা অসুস্থ সর্বাবস্থায় রোজ সারাদিন পরিশ্রম করে সন্তানের পেট ভরায়, তাদের প্রতিটি ছোট বড় ইচ্ছা পূরন করার চেষ্টা করে, তাদের ভাল শিক্ষা দেয়, ভাল পোষাক পরিধান করানোর চেষ্টা করে, সন্তানের উন্নতির জন্য সর্বদা চিন্তায় থাকে, সন্তানের জন্য খরচ করার পাশাপাশি দিনরাত তাদের খেয়াল রাখে এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করে, পিতা সন্তানের ভবিষ্যত সুন্দর করার জন্য নিজের সমস্ত কিছুই ওয়াকফ করে দেয়, পিতা সন্তানের জন্য ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের ন্যায় হয়ে থাকে, পিতা স্বয়ং গরম সহ্য করে সন্তানকে আরাম ও প্রশান্তি দিয়ে থাকে, পিতা সন্তানের প্রশান্তির জন্য নিজে কষ্ট সহ্য করে নেয়, পিতা দুনিয়ায় সম্ভব একজনই ব্যক্তিত্ব যে সন্তানকে নিজের চেয়েও বেশি সফল বানাতে চায়, মাঝে মাঝে নিজের সন্তানকে উপকারী পরামর্শ দ্বারা ধন্য করে, সন্তানকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অবহিত করে, সন্তানকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আসা বিপদ ও ফিতনা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়, তাদের সফল জীবন অতিবাহিত করার নীতি শিক্ষা দেয়, সন্তানকে আপন পরের পার্থক্য জানায়, তাদের খুশি দেখে খুশি হয় এবং সন্তানকে দুঃখ কষ্টে লিপ্ত দেখে অস্থির হয়ে যায়, পিতা সন্তানের চেহারা দেখেই তাদের চাহিদা ও কষ্ট বুঝে নেয়, বিপদে সন্তানকে সাহস যোগায়, প্রতিবন্ধি সন্তানকেও অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয় না, পিতা অবাধ্য সন্তানের জন্যও নিজের ভালবাসার দরজা খোলা রাখে, পিতা না থাকলে তবে ঘর বিরান হয়ে যায়।

পিতামাতার সাথে সদাচরন করার আদেশ কোরআনে করীমে ও হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا ﴿۲۴﴾

(পারা ১৫, সূরা নবী ইসরাঈল, আয়াত ২৩,২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আপনার **রব** নির্দেশ দিয়েছেন, যেন **তিনি** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, **'হে আমার রব! তুমি** তাদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এবার হাদীসে মুবারাকার আলোকে পিতার শান এবং পিতার সাথে উত্তম আচরন করার গুরুত্ব সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: পিতা জান্নাতের মাঝখানে দরজা স্বরূপ, তোমার ইচ্ছা যে, এর হেফাযত করো বা তা ছেড়ে দাও।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৫৯, হাদীস নং- ১৯০৬)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত এবং **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মাঝে নিহিত।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৬০, হাদীস নং-১৯০৭)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য পিতার আনুগত্যে বিদ্যমান এবং **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা পিতার অবাধ্যতায় নিহিত।

(মু'জামু আওসাত, বাবুল আলিফ মনি ইসমুহু:আহমদ, ১/৬১৪, হাদীস নং-২২৫৫)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতা বা তাঁদের মধ্যে কোন একজনকে পেলো এবং তাঁর সাথে সদাচরন করলো না, সে **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে দূর হয়ে গেলো এবং **আল্লাহ পাকের** আযাবের অধিকারী হলো।

(ম'জামু কবীর, ১২/৬৬, হাদীস নং-১২৫৫১)

(৫) ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্য কেউ নিজের পিতাকে কখনো গালি দিও না। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

কোন ব্যক্তি নিজের পিতাকে কিভাবে গালি দিতে পারে? ইরশাদ করেন: কারো পিতাকে গালি দিলে তবে সে তার পিতাকে গালি দিবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাবায়িরে ওয়া আকবারুহা, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাক** পিতাকে কিরূপ উচ্চ শানের অধিকারী বানিয়েছেন। **আল্লাহ পাক** নিজের সন্তুষ্টি ও আনুগত্যকে পিতার সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের মাঝে নিহিত করেছেন। উচিৎ তো ছিলো যে, **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর **লাব্বাইক** বলে মন প্রাণ দিয়ে পিতামাতার সেবা করে তাঁদের দোয়া নেয়া, পিতামাতার হক সমূহ পূরণ করতে থাকা, পিতামাতার সকল জায়িয আদেশের উপর আমল করা, পিতামাতার ডাকে লাব্বাইক বলে তাঁদের নিকট দৌড়ে চলে আসা, পিতামাতার চাহিদাকে নিজের চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়া, পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচানো, কষ্টের সময়, অসুস্থতা এবং বার্ধক্যে তাদের সহায় হওয়া, মোটকথা সর্বাবস্থায় পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে বর্তমানে পিতার নাম মজলুম লোকের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে, এতদিন তো মেয়েরাও সাধারনত পিতার খেয়াল রাখতো, কিন্তু আফসোস! দূর্ভাগ্যক্রমে পিতার সহিত অসদাচরনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পূর্বের যুগে সন্তানরা ভয় করতো পিতা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো না তো, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন যে, পিতা ভয় করে যে, যেনো সন্তান অসন্তুষ্ট হয়ে না যায়, একজন পিতা একাই সানন্দে ৫ সন্তানকে তো লালন পালন করে নেয় কিন্তু ৫জন সন্তান মিলে একজন পিতাকে রাখতে পারে না, পিতা উপদেশ দিলে তখন মুহুর্তেই তা না শুনার ভান করে থাকে, পিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য কিছু কড়া কথা বললে তখন কপালে ভাজ পরে যায় আর দূর্ভাগা সন্তানকে প্রতিউত্তর দিতে দেখা যায়, পিতা যতক্ষণ উপার্জনের মেশিন হয়ে থাকে তখন খুবই ভাল লাগে কিন্তু যদি অসুস্থ হয়ে যায়, কাজকর্ম করার উপযুক্ত থাকে না, সন্তানের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত দেয়, সন্তানকে কোন ক্ষতিকর কাজ থেকে বারণ করে তবে এমতাবস্থায়ও সন্তানের তা বুছে আসে না, পিতা খরচা দিতে না পারলে বা বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে তখন সন্তানের নিকট তার গুরুত্ব কোন ফালতু

জিনিষের চেয়েও কমে যায়, সন্তানদের মায়ের ইন্তিকালের পর সাধারনত পিতার দুনিয়া ম্লান হয়ে যায়, তাকে একাকিত্ব ছেয়ে বসে, এমতাবস্থায় সন্তাদের সহানুভুতি অনেক বেশি প্রয়োজন হয় কিন্তু সন্তানরা নিজেদের মধ্যে এত বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে, তাদের নিকট পিতার অবস্থা জিজ্ঞাসা করার জন্য কয়েক মুহুর্তও সময় থাকে না, বিশেষকরে বিয়ের পর পিতামাতার সাথে যে অসদাচরন করা হয়, তা কল্পনা করলেও অন্তর কেঁপে উঠে, পিতা লাখ লাখ টাকা খরচ করে সন্তানের বিয়ে করায় কিন্তু বিয়ে হতেই সন্তান তার বেঁচে থাকাই দুরহ করে দেয়, ঐ সন্তান যাকে পিতামাতা খুবই আদর যত্নে লালন পালন করেছিলো, যাকে কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ পাকে**র নিকট চেয়েছিলো, চিকিৎসার জন্য সারা জীবনের জমা পুঁজি খরচ করে দিয়েছিলো, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** নেককার বান্দাদের দিয়ে দোয়া করিয়েছিলো, আফসোস! একদিন সেই সন্তান নিজের পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে, তাদের মনে কষ্ট দেয় এবং ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় অথবা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, যেখানে তাদেরকে সন্তানদের সাথে অতিবাহিত করা মুহুর্তগুলো এবং এর স্মৃতি খুবই কষ্ট দেয় আর কাঁদায়, পিতামাতা প্রতিদিন এটাই আশা করে থাকে যে, হয়তো আজ যাকে আমি অনেক মায়া মমতা দিয়ে লালন পালন করেছিলাম, যার অসুস্থতায় চিকিৎসা করাতে আমার রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়েছিলাম, যার কণ্ঠ শুনে আমার সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো, সে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে, কিন্তুসকাল থেকে সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু কেউ নিতেও আসে না, কেউ ফোনও করে না।

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে: যেমন কর্ম তেমন ফল! তো আজ যদি আমরা নিজের পিতামাতার সহিত এরূপ অপছন্দনিয় আচরন করি তবে সম্ভবত কাল আমারই সন্তান আমার সহিত এরূপ আচরন করবে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

হাদীসে পাকে রয়েছে: كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ যেমন করবে তেমন ফল ভোগ করবে। **(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল জামেয়ে, ১০/১৮৯, হাদীস নং-২০৪৩০)**

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ যেরূপ তুমি কাজ করবে সেরূপ তুমি এর প্রতিফল পাবে, যা তুমি কারো সাথে করবে, তাই তোমার সাথেও হবে। **(আত তায়সির বিশরহে জামেউস সগীর, ২/২২২)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এবার মনযোগ দিয়ে পিতার প্রতি অসদাচরন করার শিক্ষনিয় পরিনতি সম্বলিত ২টি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং শিক্ষা গ্রহন করুন।

(১) এটা হলো তারই পরিনতি

হযরত সাবিত বুনানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন এক স্থানে এক লোক তার পিতাকে মারতো। লোকের তাকে নিন্দা করলো: হে দূর্ভাগা! এটা কি করছো? তখন পিতা বললো: একে ছেড়ে দাও, কেননা আমিও এই স্থানে আমার পিতাকে মেরেছিলাম, এই কারণেই আমার সন্তানও আমাকে এই স্থানে মারছে, এটা হলো তারই পরিনাম, তাকে নিন্দা করো না। **(তাম্বিহুল গাফেলিন, বাবু হক্কুল ওয়ালিদ আলাল ওলাদ, ৬৯ পৃষ্ঠা)**

(২) কাল এরূপ পরিনতি আমারও হবে

বর্ণিত রয়েছে: এক যুবক তার বৃদ্ধ পিতার প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে নদীতে ফেলে দিয়ে গেলো। পিতা বললো: বৎস! আমাকে আরেকটু গভীরে নিয়ে গিয়ে ফেলো। ছেলে বললো: এখানে কিনারায় নয় কেন আর ওখানে গভীরে কেন? পিতা বললো: এই জন্যই যে, এখানো তো আমি আমার পিতাকে ফেলেছিলাম। একথা শুনে ছেলে কেঁপে উঠলো, কেননা কাল এরূপ পরিনতি আমারও হবে। সে পিতাকে ঘরে নিয়ে এলো এবং তার সেবা করা শুরু করে দিলো। **(যেমন কর্ম তেমন ফল, ৯০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত পিতার এটাই মনের ইচ্ছা থাকে যে, "আমার সন্তান আমার অনুগত থাকুক, আমার সাথে সদাচরন করুক, নেককার ও পরহেযগার হোক, সমাজে সম্মানিত ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হোক" কিন্তু অধিকাংশ প্রতিফল এর বিপরীতই হয়ে থাকে। কেন? এই জন্যই যে, সন্তানের শিক্ষার ভিত্তিতে ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে অনবহিত, আমলহীনতা এবং উত্তম পরিবেশের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া, তাই সে কিভাবে নিজের সন্তানকে ভাল শিক্ষা দিবে? সম্ভবত এই কারণেই আজ সন্তানের শিক্ষা মানদন্ড এটা হয়ে গেছে যে, সন্তান যদি কাজকর্ম না করে, স্কুল, কোচিং সেন্টার, টিউশন বা একাডেমি কামাই

করে বা এ ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন করে, কোন অনুষ্টানে যেতে বা বিশেষ পোষাক ও জুতা পরিধানে জন্য বলা হলে এবং সে এতে রাজি না হলে, অনুরূপভাবে অন্যান্য দুনিয়াবী ব্যাপারে সে যদি না মানে বা বেঁকে বসে তখন তাকে ঠিকঠাক শাসন করা হয়, কড়া ভাষার ধমকানো হয়, ঘন্টা খানেক লেকচার দেয়া হয়, এমনকি মারপিটও করা হয় কিন্তু যদি সেই সন্তান নামায কাযা করে বা জামাতের সহিত নামায না পড়ে, মাদরাসা বা জামেয়া কামাই করে অথবা দেরীতে যায়, পুরো পুরো রাত ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়, সিনেমা নাটক দেখে, গান বাজনা শুনে, নাজায়িয ফ্যাশন করে, হারাম ও হালালের তোয়াক্কা না করে, গীবত করে, অহেতুক কাজে টাকা নষ্ট করে, মোটকথা বিভিন্ন ধরনের মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় কিন্তু এই ব্যাপারে তার থেকে জিজ্ঞাবাদ করা তো দূরের কথা, পিতামাতার কপালে ভাঁজও পরে না, এমন দৃশ্যও দেখা যায় যে, কেউ সংশোধন করলেও পিতা বলে যে, **"এখনো তো শিশু", "অবুজ", "ধীরে ধীরে বুঝবে", "শিশুদের সহিত এত কঠোরতা করা উচিৎ নয়"** ইত্যাদি। ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, সীমাতিরিক্ত আদর এবং ছাড় দেয়ার কারণে সেই সন্তান যখন পিতা, বংশ এবং সমাজের দূর্নামের কারণ হবে, ধমক দেয়া বা টাকা না দেয়াতে পিতার উপর চোখ তুলে তাকায়, পিতাকে উল্টো ধমকায় বা হাত তুলে তখন পিতার সেই কল্যাণকামিদের কথা স্মরণ হতে থাকে, এখন পিতা সংশোধনের জন্য মরিয়া হয়ে যায়, দোয়া করে এবং করায় কিন্তু সংশোধনের কোন উপায় দেখা যায় না, তখন পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে আর আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। যেনো পিতামাতার সামান্য উদাসিনতার কারণে একটি মূল্যবান মুক্তা নষ্ট হয়ে গেছে।

সন্তানের সঠিক শিক্ষা এবং তাদের সীমাতিরিক্ত ছাড় দেয়ার কারণে পিতার কিরূপ দিন দেখতে হয়। আসুন! এসম্পর্কে দু'টি শিক্ষামুলক ঘটনা শুনি

সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা না দেয়ার ক্ষতি

এক ব্যক্তি তার পিতাকে বললো: আপনি আমার বাল্যকালে (ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত না করে) আমাকে নষ্ট করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আমি আপনার বার্ধক্যে আপনাকে নষ্ট করে দিবো। **(ফয়যুল কদীর, ১/২৯২, ৩১১ নং হাদীসের পাদটিকা)**

নিঃসন্তান যখন সন্তান পেল!

আমীরে আহলে সুন্নাত, মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"নেকীর দাওয়াত"** কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন: এক সম্পদশালী ব্যক্তির কোন সন্তান ছিলো না, সন্তানের জন্য সে অনেক চেষ্টা-তদবীর করেছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি, কেউ তাকে পরামর্শ দিলো, মক্কা শরীফ গিয়ে মসজিদে হারামের 'মকামে ইব্রাহীমে'র নিকট দোয়া করো, তবে তোমার আশা اِنْ شَآءَ الله পূর্ণ হবে, সে তাই করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে চাঁদের মত এক সুন্দর পুত্র সন্তান দান করলেন। সে খুবই আদর-যত্নে তার লালন-পালন করতে লাগলো, একটি মাত্র সন্তান বড়ই আদরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু সঠিক শিক্ষা দেওয়া হলো না, ফলে সে বখাটে ও অপব্যয়ী হয়ে গেলো। পিতা তা অনেক দেরীতেই বুঝতে পারলো, সে তার বিপথগামী পুত্রকে টাকা-পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দিলো। ফলশ্রুতিতে সে তার পিতার বিরুদ্ধ হয়ে গেলো, যেখানে গিয়ে তার পিতা একটি সন্তানের জন্য দোয়া করার ফলে তার জন্ম হয়েছিলো, সেখানেই অর্থাৎ মক্কা শরীফেই উপস্থিত হয়ে 'মকামে ইব্রাহীমে'র নিকট গিয়ে অযোগ্য এই পুত্রটি পিতার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে লাগলো, যাতে করে পিতার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সমস্ত সম্পদ তার হস্তগত হয়ে যায়।

(নেকীর দাওয়াত, ৮৪১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! সন্তানের সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা পিতাকে আফসোস ও লজ্জার চোরাবালিতে নিক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং উদাসিনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে যাওয়া উচিৎ, সন্তানের প্রশিক্ষণের মূলনীতি শিখা উচিৎ, সন্তানের ব্যাপারে শরয়ী বিধানকে ভ্রুক্ষেপ করা উচিৎ নয়, নিজের সন্তানকে **আল্লাহ পাকে**র আনুগত এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার গোলাম বানান, নিজের আচার আচরনকে সুন্নাতের আলো সাজানোর চেষ্টা করতে থাকুন। এই মাদানী মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সুন্নাতের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যান।

ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর গুরুত্বপূর্ণ টিপস

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর গুরুত্বপূর্ণ টিপস শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি শ্রবন করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: ঘরকে কবরস্থান বানিও না, নিশ্চয় যে ঘরে (সূরা) বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়। (মুসলিম, কিতাবুস সালাতিল মুসাফিরিন, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮২৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ঘরে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করা হয় এবং যে ঘরে **আল্লাহ পাকে**র যিকির হয়না, উভয়ের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/২২০, হাদীস নং-৬৪০৭) ✯ ঘরে আসা যাওয়ার সময় মুহরিমদের সালাম প্রদান করুন। ✯ মা অথবা বাবাকে আসতে দেখলে, সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যান। ✯ দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী বোনেরা আপন মায়ের হাত ও পায়ে চুমু দিন। ✯ মা-বাবার সামনে আওয়াজকে সর্বদা নিচু রাখুন, তাদের চোখের সাথে কখনো চোখ মিলাবেন না। ✯ তাদের দেয়া প্রতিটি কাজ যা শরীয়ত বিরোধী নয় দ্রুত করে ফেলুন। ✯ মা বরং একদিনের শিশুকেও **"আপনি"** বলে সম্বোধন করুন। ✯ আহ! যদি তাহাজ্জুদের নামাযের সময় চোখ দুটি খুলে যায়, অন্যথায় কমপক্ষে ফজরের নামাযতো খুব সহজেই আদায় করার সুযোগ হয়ে যাবে আর এভাবে কাজে কর্মেও কোন অলসতা আসবে না। ✯ ঘরে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক দেখা এবং গান বাজনা শোনার অভ্যাস থাকে তবে বারবার তর্ক করবেন না। ✯ সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনান, اِنْ شَآءَ الله মাদানী সুফল আসবেই। ✯ ঘরে যতই বকাঝকা করুক, এমনকি যদি মারেও ধৈর্যের উপর ধৈর্য ধরুন, যদি আপনি তাদের প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে 'মাদানী পরিবেশ' তৈরীর আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। বরং এর বিপরীত ঘটবে ✯ অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই রাগী বানিয়ে দেয়। সুতরাং রাগ, খিটখিটে স্বভাব এবং ধমক ইত্যাদির অভ্যাস একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। ✯ ঘরে মাহারিমদের মাঝে প্রতিদিন **'ফয়যানে সুন্নাত'** এর দরস অবশ্যই দিন বা শুনুন। ✯ আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য একাগ্রতার সহিত দোয়াও করতে থাকুন। কেননা দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। ✯ পরিবারকে গুনাহে ভরা চ্যানেল থেকে মুক্তি দিয়ে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখানোর ব্যবস্থা করুন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৭ পৃষ্ঠা)